মারাত্মক প্রেম (দুর্ভাগ্যের গল্প)

তণ ঘটক

প্রেম বস্তুটায় আছেটা কী যে এতলোক এনিয়ে অনবরত কথা বলে, আর কবিদের উচচকিত কাব্যের এই একমাত্র বিষয়? প্রটা ভাবায় আনাসতাসিওকে। প্রেমাসত্তরা যাকে প্রেম বলে তা কখনও অনুভব করেনি সে। হয়তো একটা আজগুবি কল্পন া কিংবা সম্ভবত জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবার জন্য দুর্বলচিত্ত মানুষের সেকেলে আষাঢ় গল্পের আশ্রয়। শূন্যতা আর ক্লান্তির চাপে বিহ্বল মানুষদের মনের খোরাক, বেহিসেবী আর নির্বোধ মানুষের আচ্ছন্নতা, আনাসতাসিওর কাছে এ নয়, জীবনটাই আসল।

আনাসতাসিওর নিরানন্দ জীবনে না ছিল উৎসাহ, না কোন উদ্দেশ্য, ও একশোবার আত্মহত্যা করে ফেলত যদি তার ক্লা ন্তিকর আর হতাশায় ভরা জীবন টেনে চলার ফাঁকে ফাঁকে প্রেম পাবার একটা দূরগত ইচ্ছে উঁকি না দিত। তার জীবনেও প্রেম চলে আসতে পারে এমন একটা আশা মনে বাসা বেঁধেছিল। তার খোঁজে সে ঘুরল, অনেকটা ঘুরল, একেবারেই যখন ভাবনাটা ছেড়ে দিয়েছে হঠাৎই তখন এক সন্ধিক্ষণে পালাবদলের সংকেত এল, সে হঠাৎ আক্রান্ত বোধ করল।

টাকার লোভ ওর ছিল না। খুব ধনী না হলেও যা ছিল তা ওর পক্ষে পর্যাপ্ত, যশ, উচচাশা বা ক্ষমতার জন্যে লালায়িত ছিল না। যে উদ্যম মানুষকে উচচাশায় উদ্বুদ্ধ করে, প্রেরণা জাগায় তা ওর ছিল না, একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অনুরাগও না। যখন ও Eclesiaste (ধর্ম প্রচারক) নামক বইয়ে নিমগ্ন জীবনের শেষ অভিজ্ঞতা টা ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল; প্রেমের অভিজ্ঞতা। আদিরসাত্মক কবিতা , প্রেম সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক যত রাজ্যের বই, দেহজ কামনা বাসনা নিয়ে লেখা যত উপন্যাস সব তার পড়া হয়ে গেল। শুধু তাই নয়। তার পাঠ্যতালিকায় এসে গেল এমন সব কদর্য কামের বই যা ভদ্রলোকরা কখনও পড়ে না, যা মানুষকে নরকে নিয়ে যায় যা পর্নো সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। এত নিচে নামল তার চি। এইসব বই পড়ার পর ও বুঝল প্রেম বা ভালবাসার একটা টান একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

আনাসতাসিওকে ন্যালবেলে পুষ ভাবলে ভুল হবে। সে পূর্ণ পুষ নির্ভিক, দৃঢ় এবং সজাগ। আর তার দেহমনে পাপের লেশমাত্র ছিল না। হ্যাঁ, আর পাঁচটা স্বাভাবিক পুষের মতই ছিল আনাসতাসিও, কিন্তু তার মধ্যে প্রেমানুভূতি আসেনি। শরীরের ভেতরে একেবারে অন্দরমহলে, রক্তমাংসে প্রেমের শিরশিরানি বা শিহরণ যা অবয়বহীন, যা দুরন্ত গতিতে ধেয়ে আসে এবং চলে যায় তা সে অনুভব করেনি। ঐ ভয়ঙ্কর দেবতার উপাসনা, জীবনের পরম তৃপ্তির কথা ভাবা, আত্মার অধ্বিরকে স্মরণ করা তার কাছে পাপ, বিধর্মিতা। পেটের খিদেকে পূজো করার মত পাপ। হজমশক্তি নিয়ে কাব্য করা অধর্ম। না, হতভাগ্য আনাসতাসিওর জীবন অন্য, প্রেম তার মত মানুষের জন্যে আসে না। বারবার পড়ল 'ত্রিস্তান এবং ইসোলদো'র কাহিনী, পর্তুগীজ লেখক কামিনো কাসতেয়ো ব্রানকোর সেই জববর উপন্যাস ' ভয়ঙ্করী নারী'র কথা সে ব ার বার ভাবল। 'আমার জীবনে এই ঘটবে?' - ভাবতে লাগল। 'ভয়ঙ্করী নারীর পিছনে আমাকে ছুটতে হবে? আমি নারীর কথা ভাবিনি, এমন নারী আছে বিশ্বাস করিনি কখনও।' আর ঐ ভয়ঙ্করী নারীর অন্বেষণে ও ঘুরতে লাগল। ঘুরে বেড়াতে থ াকল। মনে মনে বলতে শু করল - ' একদিন বুড়ো হয়ে যাব, তাকে পাবার ক্ষীণ আশাও আর অবশিষ্ট থাকবে না, যৌবনের স্ফুর্তি, আাদ আর শক্তি চলে যাবে, মিথ্যা এক সাধের পেছনে ছুটে চলা শেষ হবে, তখন বলতেই হবে - আমি তে

া ঠিক বাঁচিনি আর বাঁচতেও পারছি না - কী আর করব? এ এক ভয়ঙ্কর তাড়না কিংবা হয়তো সবাই জোটবেঁধে আমাকে মিথ্যা প্রলোভনে মাতিয়েছে।' সে ভয়ানক হতাশায় আচ্ছন্ন হয়।

কোন মহিলাই তাকে প্রেমে মজাতে পারেনি, সেও কখনও মজেছে বলে ভাবতেও পারেনি। ও ভয় পেল, ভালবাসা না পেয়ে ভালবাসতে না পেরে ভয় পেল। এই ভালবাসার কথাই তো কবিরা লেখে। কোন নারীর বুকের মধ্যে সুপ্ত কামনাকে সে জাগাতে পেরেছে কিনা তা কি জানত আনাস্তাসিও? সে কি বোঝার চেষ্টা করেছে কখনও? একটা সুন্দর মূর্তি কি নারীর বুকে প্রেমের আগুন জ্বালাতে পারে? সে তো মূর্তির মত, দাণ সুন্দর। কালো কোছ, চোখের তারায় রহস্যমাখা আগুন, পুরনো ভাবনা চিন্তার জমাট বাঁধা অন্ধকার থেকে যেন তাকিয়ে আছে; যেন কোন জাদুর প্রভাবে তার মুখ আধখোলা, তার জন্যে অপেক্ষা করছে এক ভয়ঙ্কর পরিণতি।

আরও কেবলই ঘুরছে হন্যে হয়ে এদিক ওদিক যেখানে পারছে কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রকৃতি আর মানুষের শ্রেষ্ঠসৃষ্টির মনোরম রূপ দেখে নিজের মনে বলছে- 'ওসব কিসের জন্যে? কার জন্যে এত আয়োজন?'

শরতের এক স্নিগ্ধ শান্ত সন্ধ্যা। মৃদু হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে গাছগাছালির হলুদ ঝরে যাওয়া পাতা, মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর লুটোপুটি করছে। রোদের সঙ্গে মেঘের খেলা চলছে, কখনও উজ্জ্বল কখনও ম্লান, তার আভা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। দূরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে আনাসতাসিও। গাড়ির জানালায় তার মুখ। আলিসেদা ষ্টেশনে গাড়ি থামতেই সে নেমে পড়ল। যাত্রীদের খাবার জন্যে এখানে ব্যবস্থা আছে। সে খাবার ঘরে গেল। সেই ঘরে যাত্রীদের ট্রাঙ্ক, সুটকেস, ব্যাগ চারদিকে ছড়ানো।

সে অন্যমনস্কভাবে খেতে বসেছে, সুপ আসবার অপেক্ষা। চোখ তুলে চারিদিকে নজর বোলাবার সময় তার হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেল এক মহিলার সঙ্গে। মহিলার মুখে আধ কামড়ানো আপেলের টুকরো, আপেলটা বড়, লাল, তাজা। দুজন দুজনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, দুজনেই পান্ডুর হতে থাকে। ওদের দুজনের বুক ধড়পড় করতে থাকে। আনাসতাসিও'র শরীর ভারি লাগে, একটা শীতল অনুভুতি তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। অস্বস্তি বেড়ে চলে।

ডানহাতের ওপর মহিলা মাথা রাখে। ওর মনে হয় মাথা ঘুরছে। কলরব কমে এসেছে, আনাসতাসিও কোন দিকে না চেয়ে কেবল সেই মেয়েটিকে দেখছে, তার পর সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়, মেয়েটির কাছে যায়, শুকনো গলায় কাঁপা কণ্ঠস্বরে জড়তা নিয়ে তার কানে কানে কোন রকমে বলে - কী হয়েছে আপনার? শরীর খারাপ লাগছে? - ওঃ, না, না, কিছু হয়নি, তেমন কিছু না..... ধন্যবাদ! - দেখিতো ..... কাঁপতে কাঁপতে তার হাতখানা তুলে নাড়ী দেখে। তৎক্ষনাৎ একটা আগুনের হল্কা এক শরীর থেকে অন্য শরীরে বয়ে গেল। ওরা দুজনেই আঁচ অনুভব করল, হঠাৎই দুজনের দেহে উত্তাপ সঞ্চারিত হল, ওদের দুজনের গালে সেই তাপের আভাস দেখা গেল।

একদম চাপা গলায় তোৎলাতে তোৎলাতে সে তার কানে কানে বলল - আপনার গায়ে জ্বর.... - জ্বর, জ্বর আমার নয় .... তোমার - মেয়েটির শব্দগুলো ভেসে এল যেন অন্য এক পৃথিবী থেকে, মৃত্যুরও ওপারে যে জগৎ আছে সেখান থেকে। আনাসতাসিও না বসে পারল না, হৃদয়ের কাঁপুনি তার মোড়া হাঁটুতে ঝাঁকুনি দিল, ও আরও ভয়ে গুটিয়ে যেতে লাগল। যন্ত্রের মত ও বলল - এভাবে রাস্তায় পড়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। - আমি তাই থাকব - মেয়েটি বলল। সে বলল - তাহলে আমরা দুজনেই থাকি... মহিলা আরও বলতে লাগল - হ্যাঁ, হ্যাঁ। দুজনেই তো..... আরও কিছু কথা আছে, তোমাকে বলব, তোমাকে সব বলব।

ওরা মালপত্তর গুছিয়ে নিয়ে একটা গাড়ী ভাড়া করে ষ্টেশন থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে আলিসেদা গ্রামের দিকে রওনা হল। গাড়ির মধ্যে ওরা বসল মুখোমুখি, হাঁটুতে হাঁটুতে স্পর্শে, দৃষ্টি বিনিময় দুজনেই পরস্পরের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর মহিলা আনাসতাসিওর হাত দুখানা নিজের হাতে নিয়ে ওর জীবনের গল্প বলা শু করল। আনাসতাসিওর জীবনে গল্পটাও তাই, হুবহু এক গল্প। মহিলাও প্রেমের অন্বেষণে ঘুরতে বেরিয়েছে, ওরও মনে হয়েছে মানুষের বানানো গল্প ছাড়া কোথাও প্রেম ভালবাসার অস্তিত্ব নেই।

ওরা দুজন দুজনের কাছে সব কথা উজাড় করে দিল, এত কথা বলতে পেরে ওদের হৃদয় শান্ত হল। কিন্তু বড় ভয়ানক যেন এক কণ অঘটনের পূর্বাভাস। ওরা কল্পনা করতে লাগল ওরা চিরকালের চেনা, পূর্বজন্মের সাথী। কিন্তু ওদের স্মৃতি থেকে মুছে গিয়েছিল অতীত, ওদের বর্তমানটাই ছিল শাশ্বত, সময়ের সব হিসেবের বাইরে ওরা ছিল অসীম, কালের

গণ্ডিতে ধরা পড়বার নয়।
পুষ বলল - এলেউতেরিয়া, প্রেম আমার, তোমাকে আগে পাইনি যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। মহিলা উত্তর দিল - এই তো ভ াল, আগে কোন দিন দেখা না হওয়া এখন কত ভাল লাগছে। এ আমার অনেক ভাল - কিন্তু যে সময়টা বিফলে চলে গেল?
- সে সময়টা ধরে আমরা পরস্পরকে খুঁজে বেড়িয়েছি। তীব্র আকুতি নিয়ে দুজন দুজনের মুখোমুখি হতে চেয়েছি সেই সময়টাকে বিফল বলছ কেন?
- তোমাকে খুঁজে না পেয়ে আমার হতাশা এসে গিয়েছিল...
- না, না, তা নয়, হতাশা তোমাকে গ্রাস করলে তোমার জীবনটাই শেষ হয়েযেত ।
- তা ঠিক।
- আমারও সেই অবস্থা হয়েছে।
- কিন্তু এখন, এলেউতেরিয়া, আজ থেকে যতদিন বাঁচব...
- ভবিষ্যতের কথা বোলো না আনাসতাসিও; এই মুহুর্তটুকুই আমাদের কাছে অসামান্য, পরম প্রাপ্তি।
ওরা নীরব হল। যে দুর্নিবার আনন্দের বন্যায় ওরা ভাসছিল যে তীব্র অনুভূতিতে ওরা আচ্ছন্ন হয়েছিল তার ভিতরে হয়তো কোন কণ বিষাক্ত জলধারা মিশে গিয়েছিল। ওরা চুপ হয়ে গেল। উচ্ছলতা নেই, যে আনন্দধারায় স্নান করে ওরা এত জীবন্ত, এত সজীব হয়ে উঠেছিল তা ধীরে ধীরে ম্লান হতে হতে একটা বেদনার সমুদ্রে ওদের ভাসিয়ে দিল। মহিলা অ াবার বলল ঐ একই কথা - ভবিষ্যতের চিন্তা আমরা করব না। অতীতের কথাও না। আমরা সব ভুলে যেতে চেষ্টা করি। দুজন দুজনকে খুঁজে পেয়েছি এই যথেষ্ট। এখন বল আনাসতাসিও, কবিদের কথা বল, আমি তোমার মুখে কবিদের কথা শুনব। - ওরা মিথ্যে কথা লেখে, এলেউতেরিয়া, সব মিথ্যে; কিন্তু আমি যেমন ভাবতাম তেমন না, ওদের মিথ্যেটা একেব ারে অন্যরকম। আসলে ওরা যেমন লেখে প্রেম ঠিক তা নয়। - ঠিক বলেছ আনাসতাসিও, এত দিনে আমি বুঝলাম প্রেম নিজে এত নিজের কথা গায় না। এবং আবার একবার নীরবতা নেমে এল, এক দীর্ঘ নৈঃশব্দ। দুজন দুজনের হাত ধরেছে শক্ত করে, দুজনের চোখ দুজনের চোখে, মনে হয় ওরা বুঝি দুজনের পরিণতির কোন গোপন রহস্যের সন্ধান করছে। এবং একটু পরে ওরা দুজনেই কাঁপতে শু করল।
- তুমি কাঁপছ, আনাসতাসিও?
- তুমিও তো কাঁপছ, এলেউতেরিয়া।
- হ্যাঁ, আমরা দুজনেই সমান কাঁপছি।
- কারণ?
- সুখে, আনন্দে।
- এ সুখ যে ভয়ঙ্কর, জানি না একে কেমন করে খব।
- খুব ভাল, ও বলবে আমাদের চেয়ে ওর শক্তি বেশী। এ কথা ও বলতে চাইবেই।
একটা ছোট সস্তা হোটেলের নোংরা ঘরে ওরা আশ্রয় নিল। দেড়দিন, পরের দিনটা এবং তারপরের একবেলা ঐ ঘরে জীবনের কোন চিহ্ন দেখা গেল না, অনেকবার ডাকাডাকি করেও মালিক সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকল। দেখল মেঝেতে পড়ে আছে দুটি দেহ, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, নিথর, বরফের মত সাদা নিশ্চল দুটি দেহ। বিজ্ঞ চিকিৎসক বলল যে এটা অ াত্মহত্যা নয় যদিও তেমনই মনে হচ্ছে, হার্টফেল করে ওরা মারা গেছে।
- দুজনেই? - হোটেলের মালিক অবাক হয়ে জিগ্যেস করল। চিকিৎসক বলল - হ্যাঁ, দুজনেই।
- তাহলে তো রোগটা সংক্রামক...! বলে ঐ মালিক বুকের বাঁদিকে হাত রাখল, ও জানত ঐখানে তার হার্ট। ওর ব্যবসার ক্ষতি হবে ভেবে ঘটনাটা পুরো চেপে রাখল। এবং ঘরটার শুদ্ধিকরণ করায় কথা ভেবে নিল।
মৃতদেহগুলো সনাক্ত করা হল না। যেমনভাবে পড়েছিল সেই রকম বিবস্ত্র দেহ দুটো নিয়ে গিয়ে একটি সমাধিতে রেখে মা টি চাপা দেওয়া হল। ঐ মাটির ওপর ঘাস জন্মাল, ঘাসের ওপর বৃষ্টি পড়ল। আর তার ওপর আকাশ। একমাত্র আকাশ নেমে এল মৃতদের পাশে, সমাধির সামনে বসে একমাত্র সেই কাঁদল।

আলিসেদার হোটেল মালিক ঐ অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা ভাবতে লাগল - বাস্তব যা কল্পনা করতে পারে তা আর কেউ পারে না - ভাবতে ভাবতে সে মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটা গভীর সিদ্ধান্তে পৌঁছল, মনে মনে বলল - 'হনিমুন করতে এসে এই অবস্থা.....! হৃদরোগীদের বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।'

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com